134621 - ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ

প্রশ্ন

আমি ব্যবসার ক্ষেত্রে সুন্নাহ জানতে চাই। কীভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসা করতেন, পণ্যের বিবরণ দিতেন, বিনিময় করতেন এবং ফিরিয়ে দিতেন... ইত্যাদি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. নবুয়ত লাভের আগে চাচা আবু তালেবের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়িক কাজ করেছেন। এছাড়া খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসাও করেছেন। ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে সফর করেছেন। অধিকন্তু তিনি হাট-বাজারেও ব্যবসা করতেন; যেমন: মিজান্না, উকায। এগুলো ছিল জাহেলী যুগের কিছু বাজার। ব্যবসায়ীরা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এই বাজারগুলোতে যেত।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সরাসরি বিক্রি করতেন। যেমনটি উমর (রাঃ) এর উট ও জাবের (রাঃ) এর উটের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কিংবা কখনো তার কোনো এক সাহাবীকে এই দায়িত্ব দিতেন। যেমন তিনি উরওয়া ইবনে আবিল জা'দ আল-বারেক্বীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বারেক্বী বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক দীনার দেন যেন সে এটি দিয়ে একটি কুরবানীর পশু কিংবা (বলেছেন) একটি বকরি কিনে আনেন। সে দুইটি বকরি কিনেছে। তারপর এক দীনারের বিনিময়ে একটি বকরি বিক্রি করে দেয়। তারপর একটি বকরি ও এক দীনার নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তখন তিনি তার জন্য ব্যবসায় বরকত লাভের দোয়া করেন। এরপর থেকে সে মাটি কিনলেও তাতে লাভ করতেন।[হাদীসটি তিরমিযী (১২৫৮), আবু দাউদ (৩৩৮৪) ও ইবনে মাজাহ (২৪০২) বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী সহিহুত তিরমিযী গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীদেরকে সদাচরণ, সত্যবাদিতা ও দানশীলতার নির্দেশ দিতেন।

হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“ক্রতো-বক্রিতো একে অপর হতে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের জন্য (ক্রয়-বক্রিয় বাতলি করার) স্বাধীনতা থাকে। যদি তারা সত্য বলে, পণ্যরে দোষ-ত্রুটি খোলাখুলভিাবে বলে তবে তাদরে এই লনেদনেে বরকত দয়ো হয়। আর যদি তারা মথি্যা দোষ-ত্রুটি গোপন করে ও মথি্যাকথা বলে তখন তাদরে ক্রয়-বক্রিয়রে বরকত তুলে নয়ো হয়।”[হাদীসটি বুখারী (১৯৭৩) ও মুসলমি (১৫৩২) বর্ণনা করনে]

খ. ইসমাঈল ইবনে উবাইদ ইবনে রফি’আ তার পতিা থকেে বর্ণনা করনে, তনিি তার দাদা থকেে বর্ণনা করনে, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাথে নামাযরে স্থানরে উদ্দশ্যে বরে হন। পথমিধ্যে দখেতে পান যে, লোকজন ক্রয়-বক্রিয় করছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: ‘হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়’! তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে ডাকে সাড়া দয়িে গলা ও চোখ তুলে তাকাল। তনিি বললনে: “ব্যবসায়ীরা কয়িামতরে দনি পাপষ্ঠি অবস্থায় উত্থতি হবে। কবেল সইে ব্যবসায়ী ছাড়া যে আল্লাহকে ভয় করে, সৎ থাকে ও সত্য বলে।”[হাদীসটি তরিমযিী (১২১০) ও ইবনে মাজাহ (২১৪৬) বর্ণনা করছেনে। শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তারগীব’ (১৭৮৫) গ্রন্থে হাদীসটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

গ. কাইস ইবনে আবি গারাযা বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতনে:

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

‘হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ক্রয়-বক্রিয়ে শপথ ও অনর্থক কথা হয়ে যায়। তাই তোমরা এর সাথে দান-সদকার মশ্রিণ করো (ত্রুটমিুক্ত করো)।’[হাদীসটি তরিমযিী (১২০৮), আবু দাউদ (৩৩২৬), নাসাঈ (৩৭৯৭) ও ইবনে মাজাহ (২১৪৫) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী সহহি আবু দাউদে এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয়-বক্রিয়ে উদারতা ও সহজতার নর্দিশে দতিনে।

জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “আল্লাহ সইে বান্দার প্রতি দয়া করুন যে ব্যক্তি বক্রিয়কালে উদারচত্তি, ক্রয়কালওে উদারচত্তি এবং পাওনা আদায়রে তাগাদায়ও উদারচত্তি।”[হাদীসটি বুখারী (১৯৭০) বর্ণনা করনে]

ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে: উক্ত হাদীসে লনেদনেে উদার হওয়া, উত্তম ব্যবহার করা ও ঝগড়াঝাটি পরহিার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়ছে। এবং পাওনা আদায় করা ও মানুষরে কাছ অতরিক্তি গ্রহণ করার জন্য চাপাচাপি পরহিার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়ছে।[ফাতহুল বারী (৪/৩০৭)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতার কিছু নমুনা:

ক. ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি (আমার পিতা) উমরের একটি অবাধ্য জওয়ান উটের উপর সওয়ার ছিলাম। উটটি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে সকলের আগে আগে চলে যাচ্ছিল। উমর তাকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরকে বললেন: "এটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও।" তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটি আপনারই। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তুমি এটি আমার কাছে বিক্রি কর।" তখন তিনি সেটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিক্রি করে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "হে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর! এটি তোমার, তুমি এটি দিয়ে যা খুশি তা করো।"[হাদীসটি বুখারী (২৬১০) বর্ণনা করেন]

খ. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একটা উটের পিঠে সফর করছিলেন। উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। তখন তিনি উটটিকে ছেড়ে দিতে চাইলেন। তিনি বলেন: তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এসে আমার জন্য দুআ করলেন এবং উটটিকে প্রহার করলেন। এরপর থেকে উটটি এমন গতিতে চলতে লাগল যেভাবে ইতঃপূর্বে চলেনি। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: "তুমি উটটি এক উকিয়াহর বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করে দাও।" আমি বললাম: না। অতঃপর দ্বিতীয়বার তিনি বললেন, "এটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও।" ফলে আমি উটটি তাঁর কাছে এক উকিয়াহ মূল্যে বিক্রি করে দিলাম এবং বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত উটের পিঠে চড়ে যাবার শর্ত করলাম। যখন বাড়ি পৌঁছালাম তখন উটটি নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তখন তিনি সেটির মূল্য নগদে পরিশোধ করে দিলেন। অতঃপর আমি ফিরে আসছিলাম। এমন সময় তিনি আমার পেছনে লোক পাঠালেন এবং আমাকে বললেন: "তুমি কি মনে করছ যে, আমি তোমার উটটি কম মূল্য দিয়ে নিতে চাচ্ছি, তুমি তোমার উট ও দিরহামগুলো নিয়ে যাও। এ (সবই) তোমার জন্য।"[হাদীসটি বুখারী (১৯৯১) ও মুসলিম (৭১৫) বর্ণনা করেন। হাদিসটির পাঠ মুসলিমের]

৫. তিনি অধিকারীর অধিকার উত্তমরূপে পরিশোধ করতেন এবং এভাবে পরিশোধ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো এক ব্যক্তির একটি বিশেষ বয়সের উট পাওনা ছিল। সে পাওয়ার জন্য আসলে তিনি সাহাবীদের বললেন: "তার পাওনা দিয়ে দাও।" তারা সে উটের সমবয়সী উট অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু পেলেন না। কিন্তু এর থেকে বেশী বয়সের উট পেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "সেটাই দিয়ে দাও।" তখন লোকটি বলল: "আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন; আল্লাহ আপনাকেও পুরোপুরি প্রতিদান দিন।" নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "যে পরিশোধ করার বেলায় উদার সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।"[হাদীসটি বুখারী (২১৮২) ও মুসলিম (১৬০১) বর্ণনা করেন]

৬. যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের পর আফসোস করে তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম উৎসাহ দতিনে।

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে চুক্তি বাতলি করার সুযোগ দবিে আল্লাহ কয়িামতরে দনি তার ত্রুটি-বচ্যিুতি মাফ করে দবিনে।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৩৪৬০) ও ইবনে মাজাহ (২১৯৯) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী ‘সহহি আবু দাউদ’ গ্রন্থে এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

চুক্তভিঙ্গ করতে দয়ো মানে: উদার হওয়া, ক্রয়-বক্রিয় থকেে রুজু করা। এটি বড় মনরে পরচিায়ক।

‘ক্রয়-বক্রিয়রে চুক্তি ভঙ্গরে উদাহরণ হচ্ছে: যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো থকেে কোনো কছিু ক্রয় করার পর আফসোস কর; এতে ঠকে যাওয়া প্রকাশ হওয়া কংিবা তার প্রয়োজন ফুরয়িে যাওয়া কংিবা তার কাছে পয়সা না থাকার কারণ; তারপর সে পণ্যটি বক্রিতোর কাছে ফরেত দয়ে, আর বক্রিতো তার ফরিয়িে দওেয়া পণ্য গ্রহণ কর, তাহলে আল্লাহ কয়িামতরে দনি ঐ বক্রিতোর ত্রুটি-বচ্যিুতি মাফ করে দবিনে ও তার কষ্ট দূর করে দবিনে। কারণ সে ক্রতোর প্রতি দয়া করছে, যহেতেু বক্রিয় ইতমিধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গয়িছেলি এবং ক্রতোর জন্য তা বাতলি করা সম্ভব ছলি না।’[সমাপ্ত][আউনুল মা’বূদ]

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয় করার সময় দর-দাম করতনে। তবে মানুষরে পণ্যরে মূল্য কম দতিনে না। যমেনটি ইতঃপূর্বে জাবরে রাদয়িাল্লাহু আনহুর উটরে হাদীসে আমরা দখেছে।ি

সুয়াইদ ইবনে কাইস থকেে বর্ণতি আছে তনিি বলনে: আমি ও মাখরামা আল-আব্দী ‘হাজার’ নামক স্থান থকেে কছিু কাপড় মক্কায় আমদানি করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরে কাছে এসে কছিু পায়জামা দামাদামি করলনে এবং আমরা তার কাছে পায়জামা বক্রিি করলাম।[হাদীসটি তরিমযিী (১৩০৫) বর্ণনা করনে এবং বলনে: হাদীসটি হাসান সহীহ। আবু দাউদ (৩৩৩৬), নাসাঈ (৪৫৯২), ইবনে মাজাহ (২২২) বর্ণনা করনে]

৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজনে কছিুটা বশেি দওেয়ার নর্দিশে দতিনে।

সুয়াইদ ইবনে কাইস থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তকিে ওজন করতে দখেে তাকে বললনে: “ওজন করো এবং একটু বশেি দাও।”[এটি পূর্বরে হাদীসরে অবশষ্টি অংশ]

৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থকষ্টে থাকা ব্যক্তকিে সময় দওেয়া এবং তার থকেে পাওনা মাফ করে দয়োর নর্দিশে দতিনে।

আবুল ইউসর রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

“যে ব্যক্তি অর্থকষ্টে থাকা ব্যক্তকিে সময় দবিে বা পাওনা মাফ করে দবিে কয়িামতরে দনি আল্লাহ তা’আলা তাকে নজিরে আরশরে ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করবনে।”[হাদীসটি মুসলমি (৩০০৬) বর্ণনা করনে]

১০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদী লনেদনে, প্রতারণাপূর্ণ বক্রি, ঈনা (কোনো বস্তু বাকতিে বক্রি করার পর পুনরায় ক্রতোর কাছ থকেে নগদে কম মূল্যে ক্রয় করা) পদ্ধতিতে বক্রি, হারাম বস্তু দয়িে ব্যবসা করা, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করতে নষিধে করছেনে।

এর পক্ষে প্রমাণ অগণতি ও প্রসদ্ধি।

আমাদরে কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে জীবনরে সকল ব্যবসায়কি লনেদনেরে বস্তিারতি ববিরণ নইে। কারণ তনিি ব্যবসা করতনে জাহলেী যুগে। তখন তনিি নবী ছলিনে না যে তার কার্যক্রম সাহাবীদরে মাধ্যমে বর্ণতি হবে। তবে তার সুন্নাহ হসিবেে যা বর্ণতি হয়ছেে সটোই যথষ্টে; ইনশাআল্লাহ।